

রয়েছে? যদি আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হই, আমরা এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে বৃদ্ধি পাবো।

ইহা সহজে হবে না। যখন তুমি খেল শারীরিক, মানসিক, আবেগ এবং অধ্যাত্মিকভাবে উদ্ভিন্ন হয়ে পরবে। তুমি কি তোমার ধৈর্য হারাবে? তুমি কি কাউকে ফিরে অভিশাপ বা আঘাত দিবে?

খেলার স্থানে তোমার ব্যবহার একটি প্রভাব তৈরী করবে। লোকেরা খ্রীষ্টান খেলোয়াড়টির দিকে দেখে, তারা চিন্তা করতে থাকবে “যে মর্যাদা হারায়। সে সবকিছুই যা তার সাথে দেয়। যখন আমরা হেরে যাই তখন তার মন ভেঙ্গে যায়। কিন্তু যা সঠিক সর্বদা সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকে।” অথবা যখন তুমি মারামারি ছত্রভঙ্গ কর বা কারো পিছনে আঘাত দিতে অস্বীকার কর তোমার টিমের সদস্যরা তোমাকে স্মরণ করবে।

হতে পারে একটি খেলায় লোকজন বলতে পারে “সে খেয়াল করেনি। সে প্রতিপক্ষের সামনাসামনি ছিল যখন আমরা হারি।” কিন্তু এক বছর কিংবা দু-বছর পর্যন্ত লোকজন সমালোচনা করবে। তারা জানবে যে তুমি জয়ী হতে চাও। তুমি তোমার দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাও। তুমি যতটুকু পারো ভাল হতে চাও। কিন্তু যদি এটা ঐ বিশেষ দিনে ভাল মত কাজ না করে তুমি হারবে।

মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থায় মানসিক শক্তি ধরে রাখার জন্য একজন খ্রীষ্টান খেলোয়াড় হিসাবে কিভাবে তুমি শুরু করবে, অন্যরা তাদের প্রতি যা করে থাকুক না কেন? যদি কোন কিছু ভুল হয়ে যায় তুমি বল, “আমি ভুল করেছি কিন্তু আমি ঠিকভাবে

চালিয়ে যেতে চাই।” যদি কেউ তোমাকে আঘাত করে, তুমি বল, “না ওটা আমাকে রাগাতে পারবেনা। আমার ধৈর্য্য হারাতে পারবে না। প্রতারণা করাতে না আমি তার চেয়ে বেশি শক্তি প্রয়োগ করে এটা উত্তরণের চেষ্টা করছি।” দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিকভাবে আমরা খেলে যাই এবং প্রতিযোগিতা করি এবং আমরা যা পেয়েছি সবকিছু এতে দিই।

আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া, বলতে চাই, “এটা সম্ভব নয়” নির্দিষ্ট কোন খেলার শিষ্টাচারের অতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে অনেক ধারণা থাকে। তোমাকে এটা সম্বন্ধে তোমার নিজের খেলায় কাজ করতে হবে।

একজন খ্রীষ্টান খেলোয়াড় কেমন হবে? তারা সব সময় যা পেয়েছে সবই দিবে এবং তারা তাদের প্রতিপক্ষকে সম্মান দিবে। সর্বোপরি তারা অতি নম্রতার সাথে জিতে এবং মর্যাদার সাথে হারে।



চিন্তা

নম্রতার সাথে জিত; মর্যাদার সাথে হার।



আলোচনা

যদি তুমি পৌল কব্ব এর দলের সদস্য হতে, তুমি কি তার কাজে সন্তুষ্ট হতে, যার মূল্য দলকে একটি গোল দিয়ে দিতে হয়েছিল?



কাজ

খেলার স্থানে আলাদা হওয়ার দিকগুলো চিন্তা কর এবং এগুলো অনুসরণ কর।

৮ দল

(প্রত্যেকে মিলে একসঙ্গে অধিক অর্জন করা)

আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্মাণ করি।

আদিপুস্তক ২:১৮ পদ

১৯৬৪ সালের শীতকালীন অলিম্পিকে এটা ছিল দু-মানুষের বব স্লেজ দৌড় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত দৌড়।

এটা ছিল হাড্ডাহাড়ি লড়াই। বর্তমান চ্যাম্পিয়ান ইটালীর ইউজিনো মনটি এবং ব্রিটিশ দলের রবিন ডিক্সন ও টনি নশ এর মধ্যে খেলা। তারপর শুরু হলো ঝড়। ব্রিটিশ খেলোয়াড়দ্বয় আবিষ্কার করলো যে প্রধান খিল যা পিছন অক্ষকে জয়গামত ধরে রাখে সেটা অর্ধেক ভেঙ্গে আছে। তখন আর সময় ছিল না যে পরিবর্তন করে দেয়া। এটা ব্রিটিশ দলের জন্য হতে পারতো যে টনি গ্রেগ বলে দিল “ শুভ রাত্রি চার্লি।”

মনটি ব্রিটিশ অভিযোগ শুনে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে নিজের ববের খিল খুলে ফেললো এবং ব্রিটিশ ববে লাগিয়ে দিল ব্রিটিশরা স্বর্ণপদক জিতল।

মনটি ঘটনাটি সম্পর্কে পরবর্তীতে মন্তব্য করেছিল, “আমার কাজ ছিল একজন ক্রীড়াবিদের জন্য খুব স্বাভাবিক। তুমি অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা কর একইভাবে যে তোমার অবস্থা একই হতে পারতো। কিভাবে আমরা প্রতিযোগী ক্রীড়া জগতে কঠিন অবস্থায়